শেষ কথা :—

সৃষ্টির পরিসমাপ্তি স্রষ্টার মনে নিয়ে আসে এক অনাবিল আনন্দ যখন সেই সৃষ্টির পূর্ণতায় এবং স্থায়িত্বে নিঃসংশয় হওয়া যায় । বিধাতার সৃষ্টিযজ্ঞের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মানুষ " ধূলা মন্দিরে" ই তাঁর অবস্থান খোঁজে, পায় কর্ম প্রেরণা । যার শুরু আছে তার শেষ একদিন হবেই ।

বিগত ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল আমার এই গবেষণা নিবন্ধ । পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই চাঁই সমাজের ভাষা - সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করি । বিশেষ নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি চাঁই অধ্যুষিত জেলাগুলিতে পরিভ্রমণ করেছি । এবিষয়ে আমি যাঁদের দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সকলেই অকৃপণ হস্তে তথ্যাদি, নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার ঝুলিকে সমৃদ্ধ করেছেন । আর সেই ঝুলি থেকেই বেছে বেছে ফুল নিয়ে আমার এ গবেষণা নিবন্ধের অঙ্গ সুসজ্জিত করেছি ।

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের পরিচয়, চাঁই ভাষা ও সাহিত্য, চাঁই সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক আলোচনাই করেছি যথা সম্ভব যত্নের সঙ্গে । চাঁই সাহিত্য লোক সাহিত্যের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । এদের গীত, গান, ছড়া, প্রবাদ - প্রবচন, ধাঁধা - হেয়ালী যা এতকাল মুখী সমাজে অজ্ঞাত ছিল, ছিল অনাদৃত তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই । জ্ঞানত কোন ত্রুটিই রাখিনি এর পূর্ণ রূপায়ণে । আমার এ গবেষণা- নিবন্ধ জিজ্ঞাসু জন সাধারণের কিছুমাত্র উপকারে আসলেই নিজেকে ধন্য মনে করব । চাঁই সমাজ সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য পেলে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল । আমার এই নিবন্ধ নূতন গবেষকদের অনুপ্রেরণা জোগাক এই কামনা করি ।

—o—